ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০৪৪
ধর্মনগর, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

ধর্মনগরে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অনেকেই স্বাবলম্বী হতে পারবেন ঃ মৎস্যমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অনেকেই স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এজন্য দরকার উদ্যম ও প্রচেষ্টা। আজ ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস আরও বলেন, আমাদের রাজ্যে মাছ, দুধ ও ডিমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এসমস্ত ক্ষেত্রে কোন কোন প্রকল্পে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনি মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৫০০ জনকে পোল্ট্রি ও ১১০০ জনকে হাঁস পালনে সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পে জেলার ৬০০ জন সুবিধাভোগীকে বছরে ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে বলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে পশুপাখীর মৃত্যু হলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে নতুন জলাশয় খনন, জলাশয়ের সংস্কার, মাছের পোনা, খাবার, চুন, ঔষধ ইত্যাদি মাছ চাষিদের দপ্তরের উদ্যোগে দেওয়া হচ্ছে। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অর্থনৈতিক দিকে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার জানান, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষি ও প্রাণীপালকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. নীরজ কুমার চঞ্চল, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু শর্মা প্রমুখ।

******২য় পাতায়

উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মাছের হ্যাচারি তৈরী করার জন্য একজনকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় দুজনকে তিন চাকাওয়ালা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তিনজন মাছ চাষিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে তিনজনকে মাছ চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। তিনজনকে মাছ ধরার জাল দেওয়া হয়। আইসবক্স সহ তিনটি বাইসাইকেল তিনজন মাছ বিক্রেতাকে দেওয়া হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ৮ জন সুবিধাভোগীকে প্রাণীপালক সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে গবাদি পশুর মৃত্যু হওয়ায় দু'জন প্রাণীপালককে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগরের প্রত্যেকরায় ছাত্রাবাসে ২০টি ম্যাটট্রেস প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে এই সকল সুবিধা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন।

******